আলু চাষের বিস্তারিত বিবরণী

আলু এর জাতের তথ্য

জাতের নাম : বারি আলু-১

জনপ্রিয় নাম : হীরা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : চ্যাপ্টা গোলাকার, আকার মাঝারী থেকে বড়, ত্বক মসৃণ এবং রং হালকা হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ এবং চোখ কিঞ্চিৎ গভীর ও সংখ্যা বেশী। দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৩-৩০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৬২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিনপর আগাম তোলা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪

জনপ্রিয় নাম : আইলসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকার, আকার মাঝারী, অমসৃণ ত্বক দেখতে হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁস, ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর। বগুড়া ও রংপুর অঞ্চলে দেশি আলুর চাষ কমিয়ে এ জাত চাষ করা যায় এবং দেশি আলুর মতই তা অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৭

জনপ্রিয় নাম : ডায়ামন্ট

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকার, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির।ত্বক মসৃণ হালকা হলদে। শাঁস হালকা হলদে ও চোখ অগভীর। জাতটি সারা দেশে চাষ করা যায় । নষ্ট কম হয় বলে কৃষক নিজেরাই বীজ করতে পারে ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৮

জনপ্রিয় নাম : কার্ডিনাল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলু ডিম্বাকার, মাঝে মধ্যে কিছুটা সরু লম্বাকার হয়, মাঝারী আকার , ত্বক মসণ ও লাল , শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১১

জনপ্রিয় নাম : চমক

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক মসৃণ ও রং হালকা হলুদ, চোখ অগভীর।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : উচ্চ ফলনশীল এবং নষ্ট কম হয় বলে কৃষক চাষ করে লাভবান হন ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১২

জনপ্রিয় নাম : ধীরা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক মসৃণ ও হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁসের রং ফ্যাকাসে সাদা, চোখ কিঞ্চিৎ গভীর। তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি,তাই হিমাগার বিহীন এলাকায় ৩-৪ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮১ – ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১৩

জনপ্রিয় নাম : গ্রানোলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল-ডিম্বাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক অমসৃণ, হালকা তামাটে হলুদ বর্ণ,শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : জাত টি বিদেশে রপ্তানিযোগ্য । আলু ৪-৫ মাস ঘরে সংরক্ষণ করা যায় ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮১ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১৫

জনপ্রিয় নাম : বিনেলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক মসৃণ ও হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁসর রং হলুদ এবং চোখ অগভীর।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি এবং আকর্ষণীয় রঙের বলে চাষ বেশি হয়।।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১৬

জনপ্রিয় নাম : আরিন্দা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকার, ত্বক মসৃণ, ত্বক ও শাঁস হালকা হলুদ, অগভীর চোখ।সারা দেশে চাষ করা যায় ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : আলুর ইয়োলো ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১৭

জনপ্রিয় নাম : রাজা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার ও মাঝারী ধরণের, ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল লাল বর্ণের, শাঁস হালকা হলুদ ও আঠালো, চোখ হালকা গভীর।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : সারা দেশে চাষ করা যায় । আলু আঠালো ও খেতে সুস্বাদু ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১৮

জনপ্রিয় নাম : বারাকা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকৃতির চ্যাপটা, বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ,অগভীর চোখ। জাত টি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-১৯

জনপ্রিয় নাম : বিন্টজে

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮১ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : আলুর ইয়োলো ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২০

জনপ্রিয় নাম : জারলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির , মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২১

জনপ্রিয় নাম : প্রভেন্টো

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : লবণাক্ত এলাকার উপযোগী, সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন দিন সুপ্তাবস্তায় থাকে ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : আলুর ইয়োলো ভাইরাস রোগ

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২২

জনপ্রিয় নাম : সৈকত

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : গোলাকার থেকে গোলাকৃতি ডিম্বাকার, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, হালকা গভীর চোখ। লবণাক্ত এলাকার উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২৩

জনপ্রিয় নাম : আলট্রা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে, বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : রপ্তানী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ – ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২৪

জনপ্রিয় নাম : ডুরা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৭

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে, বড় আকৃতির, ত্বক লাল, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর। রপ্তানী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭

জাতের নাম : বারি আলু-২৫

জনপ্রিয় নাম : এসটেরিক্স

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তা

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২৬

জনপ্রিয় নাম : ফেলসিনা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, বড়, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২৭

জনপ্রিয় নাম : স্পিরিট

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৭

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রং সাদা, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসর রং হলুদাভ সাদা ও চোখ অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২৮

জনপ্রিয় নাম : লেডি রোসেটা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৭

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকার, রং লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-২৯

জনপ্রিয় নাম : কারেজ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল থেকে ডিম্বাকৃতির। আলুর লাল রংয়ের, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮১ - ১০৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩০

জনপ্রিয় নাম : মেরিডিয়ান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকৃতির, রং সাদা ও ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদাভ ক্রিম। চোখ অগভীর।প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩১

জনপ্রিয় নাম : সাগিটা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকৃতি, বড়, রং হালকা হলুদাভ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২২ - ১৬২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩২

জনপ্রিয় নাম : কুইন্সি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর আকার বড় এবং ত্বক হলুদ। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২২ - ১৬২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩৩

জনপ্রিয় নাম : আলমেরা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রং হলুদ, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩৪

জনপ্রিয় নাম : লরা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকার ও মাঝারী আকৃতির। আলুর রং লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রং গাঢ় হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৭

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং বাদামী (হলুদাভ), ত্বক মসণ। আলুর শাঁসের রং হালকা ক্রিম। চোখ অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২২ - ১৮২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং লাল ও অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২২ - ১৬২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩৮

জনপ্রিয় নাম : ওমেগা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা বাদামী (হলুদাভ), ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হালকা ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর।প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৩৯

জনপ্রিয় নাম : বেলিনি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা বাদামী, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হালকা ক্রিম ও চোখ হালকা অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রং ক্রিম। চোখ মধ্যম অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪২ - ২২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫-৫৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকার থেকে চ্যাপ্টা গোলাকার আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদ। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫৪ - ১৭৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৮-৪৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।।

জাতের নাম : বারি আলু-৪২

জনপ্রিয় নাম : এজিলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাঁসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১৬২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪৩

জনপ্রিয় নাম : এটলাস

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। পক্রিয়াজাতকরন ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ২০২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪৪

জনপ্রিয় নাম : এলগার

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও ম্যধম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ২০২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪৫

জনপ্রিয় নাম : স্টেফি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদ। চোখ অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ২০২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪৬

জনপ্রিয় নাম : এলবি ৭

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মোটামুটি মসৃন। আলুর শাঁসের রং ক্রিম। চোখ মাঝারি গভীর।প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২২ - ১৬২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : নাবি ধ্বসা

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও ছোট থেকে মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮৩ - ১৮৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫.১৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭৬ - ১৭৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৩.৪২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৪৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতির, মধ্যম আকারের। আলু চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রিম ও অগভীর চোখ বিশিষ্ট। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮৫ – ১৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৬.৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ। গভীর চোখ বিশিষ্ট। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮৮ - ১৮৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৬.৫৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫১

জনপ্রিয় নাম : বেলারোসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং লাল, শাঁসের রং হলুদ এবং চোখের গভীরতা মধ্যম। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৭০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০.৫২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫২

জনপ্রিয় নাম : লাবাডিয়া

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু বড় আকারের, খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭৭ - ১৭৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৩.৭৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫৩

জনপ্রিয় নাম : এলবি-৬

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং গাড় লাল, চামড়া মোটামুটি মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হালকা হলুদ। চোখ গভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার এর উপযোগী ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩০ - ১৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩২-৩৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : নাবি ধ্বসা

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫৪

জনপ্রিয় নাম : মিউজিকা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু মাঝারি আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ। গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কান্ড সবুজ এবং গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন বেশি। পাতা বড় আকারের, মাঝারী ঢেউ খেলানো ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬৬ - ১৬৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪১.১৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং লাল (বেগুনী), চামড়া মসৃণ, শাসের রং হলুদ। গভীর চোখ বিশিষ্ট। গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কান্ড সবুজ। ৪-৬ টি কান্ড থাকে। পাতা বড় আকারের, মাঝারী ঢেউ খেলানো ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪৯ - ১৫০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৬.৬৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন, আলুর শাঁসের রং সাদা। চোখ মধ্যম গভীর। গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কান্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন বেশী । পাতা বড় আকারের, মাঝারী ঢেউ খেলানো ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ - ১৫৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৭.৭৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫৮

জনপ্রিয় নাম : এলমান্ডো

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ, রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রীম। মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন, পাতা বড় আকারের, মাঝারী ঢেউ খেলানো ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮১ - ১৮২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৪.৬১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৫৯

জনপ্রিয় নাম : মেট্রো

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকৃতি মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রীম এবং চোখ অগভীর। গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কান্ড সবুজ ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭৩ - ১৭৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৩.৫৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬০

জনপ্রিয় নাম : ভিভালডি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু লম্বাটে থেকে বেশি লম্বাটে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রীম এবং চোখ অগভীর। গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কান্ড সবুজ এবং গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন কম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭০ - ১৭২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪২.০৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬১

জনপ্রিয় নাম : ভলুমিয়া

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির।আলুর চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ।গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কান্ড সবুজ এবং গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন কম। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন নেই।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৬৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৯.৯৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কান্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কান্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা । পাতা মাঝারি আকারের ও মধ্যম ঢেউ খেলানো। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম থেকে বড় আকারের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭৭ - ১৭৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৩.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকার থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়ার রং আপেলের মত লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রং হলুদ। চোখ মধ্যম গভীর এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কান্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭০ - ১৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৩.২৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬৪

জনপ্রিয় নাম : ফ্লোভা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং হলুদ ও মসৃণতা মাঝরী, শাঁসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম।পাতা মাঝারি আকারের ও মধ্যম ঢেউ খেলানো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫১ – ১৫২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৭.৩১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬৫

জনপ্রিয় নাম : রোসাগোল্ড

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩০ - ১৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৩.০৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬৬

জনপ্রিয় নাম : পামেলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩৯ - ১৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৪.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬৭

জনপ্রিয় নাম : জরজিনা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃন ও রং গাঢ় হলুদ শাঁসের রং হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কান্ড থাকে।পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪৫ - ১৫৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৬.৯৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ কেজি - ৭ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি আলু-৬৮

জনপ্রিয় নাম : আটলান্টিক

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আলু গোলাকার (চাপা) ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী রং হলুদ, শাঁসের রং সাদা এবং চোখের গভীরতা মধ্যম। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ।পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ – ১৫২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩১.৭২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫ - ৬ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি টি পি এস-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৩

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রকৃত বীজ, দেখতে অনেকটা টমেটো বীজের মত, খুবই ছোট। প্রকৃত বীজ থেকে উৎপাদিত টিউবারলেট ছোট থেকে মাঝারি ধরনের গোল-ডিম্বাকার, ত্বক মসৃন উজ্জল ক্রিম রঙের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২১ - ১৪১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২-২.৫ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্যে- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারী-মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি টি পি এস-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৩

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রকৃত বীজ থেকে উৎপাদিত টিউবারলেট ছোট থেকে মাঝারি ধরনের গোল - ডিম্বাকার, ত্বক মসৃণ হালকা তামাটে হলুদ রঙের। শাঁস ফ্যাকাসে হলদে, চোখ কিঞ্চিৎ গভীর।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২১ - ১৪১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২-২.৫ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ),দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

ফসল তোলার সময় : মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারী-মার্চ)

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আলু এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান : আলুর পুষ্টিগুন নানাবিধ যেমন খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ক্যারোটিন,ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি। প্রতি ১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী আলুতে রয়েছে ৯৭ কিলোক্যালরি, ৭৪ দশমিক ৭ গ্রাম পানি, ২২ দশমিক ৬ গ্রাম শর্করা, ১ দশমিক ৬ গ্রাম আমিষ, শূন্য দশমিক ৬ গ্রাম স্নেহ, শূন্য দশমিক ৪ গ্রাম আঁশ, ১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, শূন্য দশমিক ৭ মিলিগ্রাম লোহা, ১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি ও শূন্য দশমিক শূন্য ৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১। এ ছাড়া আলুর খোসায় আছে ভিটামিন-এ, পটাশিয়াম, লোহা, ভিটামিন-সি ও খাদ্য আঁশ।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

আলু এর বীজ তলার তথ্য

বর্ণনা : কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন। লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ২০ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৬ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজ মাটির ১.৫-২.০ ইঞ্চি গভীরে বপন করে ভেলী তৈরি করতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : আলু চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : আলু চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আলুর চাষপদ্ধতি :

চাষপদ্ধতি : কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন। উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক (নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণ ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বরের মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)। প্রতি একরে বীজের হার প্রায় ৬০০ কেজি। রোপণের দূরত্ব ৬০X২৫ সে.মি (আস্ত আলু) এবং ৪৫X১৫ সে.মি (কাটা আলু)। বিনা চাষেও আলু উৎপাদন করা যায় ।

সেক্ষেত্রে আলু সামান্য ঢেকে অথবা না ঢেকে মাটিতে ২৪ইঞ্চি X ১০ইঞ্চি দূরে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর আলুর সারি কচুরীপানা অথবা খড় ১৭-২০ সেমি পুরু করে ঢেকে দিতে হয়। এতে মাটিতে পর্যামস্থ রস থাকবে। এক্ষেত্রে কাটা আলু ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। এভাবে আলু উৎপাদনে তেমন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। এ পদ্ধতিতে আলু সাধারণত মাটির উপরই উৎপন্ন হয়। এ পদ্ধতিতে কার্ডিনাল, ডায়ামন্ট প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আলু এর মাটি এবং সার বাবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা **:** পানি জমে না এমন বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৭০০ গ্রাম
পটাশ	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৭০০ গ্রাম
জিংক	২৫ গ্রাম
বোরিক এসিড	৬০ গ্রাম
গোবর	৪০ কেজি

সমুদয় গোবর, টিএসপি, পটাশ, জিপসাম, দস্তা এবং অর্ধেক ইউরিয়া সার জমি তৈরির শেষ চাষে সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। সমুদয় গোবর, টিএসপি, পটাশ, জিপসাম, দস্তা এবং অর্ধেক ইউরিয়া সার জমি তৈরির শেষ চাষে সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অবশিষ্ট ইউরিয়া মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে। অম্লীয় বেলে মাটির জন্য শতাংশ প্রতি ৩২০-৪০০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং বেলে মাটির জন্য ৩০-৪০ গ্রাম বোরণ সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আলু এর সেচ বাবস্থাপনার তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা **:** আলুর অধিকাংশ মুল মাটির কম গভীরতায় থাকায় সময়মত সেচ প্রয়োগ না করলে মাটিতে পানি ঘাটতির দরুণ ফলন কমে যায়। আলুর তিনটি সংবেদনশীল বৃদ্ধি পর্যায় রয়েছে যে সময় সেচ প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য।

প্রথম সেচ : বীজ আলু বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (স্টোলন বের হওয়া পর্যায়ে)

দ্বিতীয় সেচ : বীজ আলু বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে (গুটি বের হওয়া পর্যায়ে)

তৃতীয় সেচ : বীজ আলু বপনের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে (গুটি বৃদ্ধি পর্যায়ে)

সেচ এমনভাবে প্রয়োগ করতে হয় যেন গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজে। গভীর বা অগভীর নলকূপ বা ভূ-উপরিস্থ পানি হতে পলিথিন হৃস পাইপ বা ফারো (নালা) পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করাই উত্তম।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি **:** অতিরিক্ত সেচের দরুণ যাতে গাছের গোড়ায় জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আলু এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ । এপ্রিল - জুলাই মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

আগাছার ধরন : বহু বর্ষজীবী। কান্ড শায়িত, বহুশাখা বিশিষ্ট।

প্রতিকারের উপায় : জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল শিকড় বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

আগাছার ধরন : বর্ষজীবি

প্রতিকারের উপায় : জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ। জুন - অক্টোবর মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল কন্দ বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ । এপ্রিল - জুলাই মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

আগাছার ধরন : বহু বর্ষজীবী। কান্ড শায়িত, বহুশাখা বিশিষ্ট।

প্রতিকারের উপায় : জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল শিকর বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

আলু এর আবহাওয়া এবং দুর্যোগের তথ্য

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : ভারী বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : ফল পরিপক্ক হলে তা তুলে ফেলুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : অতিরিক্ত পানি দ্রুত বের করে দিন ।

প্রস্তুতি : নালা তৈরি রাখুন যাতে অতিরিক্ত পানি দ্রুত বের করে দেয়া যায়।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল , নভেম্বর, ২০১৩ ।

বাংলা মাসের নাম : পৌষ

ইংরেজি মাসের নাম : জানুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : ঘনকুয়াশা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : আবহাওয়ার কারণে ছত্রাক আক্রমণ হতে পারে তাই নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে ।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) ২০ গ্রাম ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে গাছে স্প্রে করুন।

প্রস্তুতি : নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করুন , ছত্রাকনাশক সংগ্রহে রাখুন ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩

আলু এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : আলুর সুতলী পোকা

পোকা চেনার উপায় : আলুর সুতলী পোকার মথ আকারে ছোট, ঝালরযুক্ত, সরু ডানা বিশিষ্ট বাদামি হয়। পূর্ণাঙ্গ কীড়া সাদাটে বা হাল্কা গোলাপী বর্ণের এবং ১৫-২০ মি.মি লম্বা হয়ে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া আলুর মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে থাকে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আলূ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : বাড়িতে সংরক্ষিত আলু শুকনা বালি, ছাই, তুষ, অথবা কাঠের গুড়ার একটি পাতলা স্তর (আলুর উপরে ০.৫ সেমি) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলী পোকা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ। জমি পর্যবেক্ষণ।বালাইনাশক ব্যবহারের পুর্বে পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)), ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : বয়স্ক পোকা দেখতে খুব ছোট ও ধুসর বর্ণের ।

ক্ষতির ধরণ : ক্ষুদ্র কীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকা বাঁকা রেখার মত দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে ঝড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ । জমি পর্যবেক্ষণ। বালাইনাশক ব্যবহারের পুর্বে পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করুন এবং কীটনাশক ব্যবহারের এক সপ্তাহের আগে ফল সংগ্রহ অথবা বাজারজাত করন থেকে বিরত থাকুন ।

অন্যান্য : আঠালো হলুদ ফাঁদ স্থাপন করা ।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : আলুর ফ্লি বিটল

পোকা চেনার উপায় : ছোট কালো রঙের পোকা, পিঠে লাল এবং বাদামি রঙের দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষতি করে । পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে । এরা পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায় ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : ফেজ -১ , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : নিয়মিত জমি পরির্দশন করুন। ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করুন।

অন্যান্য : হাত জাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলা ।আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটানো । ৫০০ গ্রাম নিম বীজের শাঁস পিষে ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তা ছেঁকে আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে ।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। হলুদ আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

পোকার নাম : কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট আকারের মথ, হালকা বাদামি। এরা নিশাচর অর্থাৎ রাতে এদের বেশি দেখা যায়। কীড়ার রং বেগুনী থেকে বাদামি বেগুনী। এই পোকা মাটিতে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : রাতে চারার গোড়া কেটে ফেলে। চারা ঢলে পড়ে অথবা শুকিয়ে মারা যেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি গভীর ভাবে চাষ দিতে হবে এবং রোদে শুকিয়ে নিলে ভাল হয়। জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সকাল বেলায় কেটে দেয়া চারার আশেপাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। জমি পরিষ্কার করে আবর্জনা এক জায়গায় সারারাত জমা করে রাখলে পোকা সেখানে এসে জমা হবে, পরের দিন সকালে পোকা সহ আবর্জনা পুড়ে ফেলতে হবে। সেচ দিন এবং ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিন ।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

আলু এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : অন্তর ফাঁপা রোগ

রোগের কারণ : অপরজীবী জনিত রোগ

ক্ষতির ধরণ : বড় বড় আলুর কেন্দ্রে অসম ফাঁপা অংশ সৃষ্টি হয়। পাশের কোষ সমূহ খসখসে ও বাদামি বর্ণ ধারণ করে যা বাহির থেকে বুঝা যায় না।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আলূ

ব্যবস্থাপনা : এই রোগের প্রতিকারের উপায় হল কম দূরত্বের বপন, সুষম সার ব্যবহার করা ও নিয়মিত সেচ প্রদান করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : ভিতরের কালো দাগ

রোগের কারণ : অপরজীবী জনিত রোগ

ক্ষতির ধরণ : টিউবারের কেন্দ্র কালো বা নীলচে কালো রং ধারণ করে। অক্সিজেনের অভাব বেশি হলে সমস্ত টিউবারই কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত অংশ সংকুচিত হয়ে ফেঁপে যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আলূ

ব্যবস্থাপনা : এই রোগের প্রতিকারের উপায় হল উচ্চ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করা ও গুদামে বাতাস চলাচলে ব্যবস্থা রাখা।

তথ্যের উৎস : কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আলুর শুকনো পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আলুর গায়ে কিছুটা গভীর কালো দাগ পড়ে। আলুর ভিতরে গর্ত হয়ে যায়। প্রথম পচন যদিও ভিজা থাকে পরে তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আক্রান্ত অংশে গোলাকার ভাঁজ এবং কখনো কখনো ঘোলাটে সাদা ছত্রাক জালিকা দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আলূ

ব্যবস্থাপনা : আলু ভালভাবে বাছাই করে সংরক্ষণ করতে হবে। যথাযথ কিউরিং করে আলু গুদামজাত করতে হবে। ডাইথেন এম ৪৫ দ্রবণ (০.২%) দ্বারা বীজ আলু শোধন করতে হবে। বস্তা, ঝুড়ি ও গুদামজাত আলু ৫% ফরমালিন দিয়ে শোধন করতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি তথ্য সার্ভিস(এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : গোল আলুর স্ক্যাব রোগ

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে আলুর গা এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায়, দাগ পড়ে এবং আলুর গায়ে গর্তের সৃষ্টি হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আলূ

ব্যবস্থাপনা : জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহার না করা। জমিতে শতাংশ প্রতি ১৮০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা। রোগ সহনশীল জাত যেমন বারি আলু ২৫, বারি আলু ২৮, বারি আলু ৩১, বারি আলু ৩৪, বারি আলু ৪১ চাষ করা যেতে পারে । জমিতে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি জিপসাম সার ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় সেচের তারতম্যের কারনে দাদ রোগ হতে পারে। সেজন্য আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত কোন অবস্থাতে যেন মাটির রসের ঘাটতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আলু উত্তোলনের সময় মাটিতে রস বেশি থাকলে দাদ রোগ হতে পারে। গাছের বয়স ৭০ দিন হলে সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিমিত ও সময় মত সার ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : পাউডারী মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে । আক্রমণ বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট বা মনোভিট ২০ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: গোল্ডাজিম বা এমকোজিম ১০ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন । ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করা, সুষম সার ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : নাবি ধ্বসা

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার উপর ফ্যাকাশে অথবা ফিকে সবুজ রঙের গোলাকার অথবা এলোমেলো পানি ভেজা দাগ পড়ে। কুয়াশাছন্ন মেঘলা আবহাওয়ায় দাগ সংখ্যা ও আকার দ্রুত বাড়তে থাকে। গাছের পাতা ও কান্ড বাদামী থেকে কালচে আকার ধরণ করে। আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে গাছের কান্ড ও সবুজ ফলেও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের লক্ষণ দেখা দেবার ৩-4 দিনের মধ্যে গাছ ঝলসে যায় ও দ্রুত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (রিডোমিল গোল্ড অথবা ডাইথেন -এম-৪৫ ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২ দিন পরপর স্প্রে করা ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগ প্রতিরোধ জাত চাষ করা যেমন বারি আলু ৪৩, বারি আলু ৫৩ এবং বারি আলু ৭৭। বীজ শোধন করা।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : ঢলে পড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক /ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে কচি পাতা ঢলে পড়ে বা নিচের বয়স্ক পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রথম দিকে গাছের অংশ বিশেষ, কয়েক দিন পরে পুরো গাছ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত কান্ডের ভিতরের অংশ কাল বাদামি রঙ ধারন করে, পানি গ্রহণে বাঁধা দেয়। গাছের গোড়ার প্রায় ২ ইঞ্চি ডাল কেটে পানিতে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে কাটা অংশ হতে কোন রস বের না হয় ,পানির রঙের কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে ছত্রাকের আক্রমণ বুঝতে হবে। বের হলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমন ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা : ছত্রাকের আক্রমণ হলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা কার্বান্ডিজম জাতীয় ছত্রানাশক যেমন (এইমকোজিম ৫০;অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি /২ মুখ) ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন। আক্রমণ বোশি হলে প্রথম থেকে প্রতি লিটার পানিতে ২গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ হলে ক্ষেতের মাটিতে বিঘাপ্রতি ২ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : শস্য পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন। চাষের আগে প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি ডলো চুন ব্যবহার। ফসল কাটার পর আক্রান্ত জমি ও তার আশে-পাশের জমির নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : আলুর ইয়োলো ভাইরাস রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : এর রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয় এবং পাতা কুঁকড়ে যায়। আক্রান্ত পাতা হলদে হয়ে যায়, বিচিত্র আকারের দাগ দেখা যায়, কুকড়ে যায়। গাছ ছোট হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : জাব পোকা এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা ।ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস),১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : আলুর কালো বা নরম পচা রোগ

রোগের কারণ : ব্যাক্টেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : মাঠে গাছের গোড়ায় কালো দাগ পড়লে তাকে কালো পচা এবং গাছ ও টিউবার আক্রান্ত হলে নরম পচা রোগ বলে । আক্রান্ত গাছের টিউবার পচে যায় । সংরক্ষিত আলুতে এ রোগে আক্রান্ত আলু পচে যায় এবং পচা আলুতে এক ধরণের উগ্র গন্ধের সৃষ্টি হয়। চাপ দিলে আলু থেকে রস বেরিয়ে আসে যা অন্য সুস্থ আলুকে আক্রমন করে । আক্রান্ত অংশ বাদামি রংয়ের ও নরম হয় যা সহজেই সুস্থ অংশ থেকে আলাদা করা যায়

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ফল

ব্যবস্থাপনা : জমিতে কয়েকবার দানাদার ফসল চাষ করে আবার আলু চাষ করা। বিকল্প পোষক যেমন: আগাছা পরিস্কার রাখা ও ফসলের পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করা ।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না ।

তথ্যের উৎস : কৃষকের জানালা ওয়েবসাইট,১২/০২/২০১৮

রোগের নাম : আগাম ধ্বসা

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে নিচের পাতায় ছোট ছোট কালো থেকে বাদামি চক্রাকার দাগ দেখা যায়। দাগের চারিদিক হলুদ সবুজ বলয় দেখা যায়। যা দেখতে আনেকটা গো- চোখের মত। আক্রমন বেশি হলে অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে যায়। গাছ হলদে হয়ে পাতা নুয়ে পড়ে এবং অকালে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : পাতায় ২/১টি দাগ দেখার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে ইপ্রোডিয়ন বা মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: রোভরাল বা ডাইথেন এম ৪৫ ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন । ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : বীজ শোধন করা, পরিমিত ও সময় মত সার ব্যবহার করা।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা ।টমেটো ক্ষেতের পাশে আলু চাষ করা থেকে বিরত থাকুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭। কৃষকের জানালা ওয়েবসাইট,১২/০২/২০১৮

আলু এর ফসল তলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে আলু তোলা ঠিক না। সকালের সময়ে আলু উঠানো ভাল। আলু সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ক হলে তুলতে হয়। আলু উঠানোর ৭-১০ দিন আগে গাছের গোড়া কেটে ফেলা দরকার। আলু তোলার সময় লক্ষ্য রাখুন যেন কোদাল বা লাঙ্গলের আঘাতে আলু কেটে না যায়। সাধারণত বস্তায় আলু ভরার সময় প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা গামলা ব্যবহার করা উত্তম। আলু সংগ্রহ শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে নিন। যদি কোন কারণে আলু ক্ষেতে রাখতে হয় তা হলে ছায়াযুক্ত জায়গায় বিছিয়ে পাতলা কাপড়/খড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে : বাড়িতে এনে আলু পরিস্কার, শুকনো ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখুন।আলু সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ শেষ হলে ১-৭ দিন পরিষ্কার ঠান্ডা জায়গায় আলু বিছিয়ে রেখে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলে আলুর গায়ের ক্ষত সেরে যাবে ও পোকার আক্রমণ থেকে সংগৃহীত আলু

রক্ষা পাবে। কাটা, ফাটা, সবুজ, রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করে আলাদা করে তিনটি গ্রেড (বড়, মাঝারি ও ছোট) করে জালের মত চটের বস্তায় ভরে হিমাগারে পাঠান।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : আলুর সিঙ্গাড়া, আলু পুড়ি, আলুর চিপস, ক্র্যাকারস, আলুরচপ ইত্যাদি সচরাচর দেখা যায়। বারি আলু-২৫ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং বারি আলু-২৮ চিপস্ এর জন্য উপযোগী।

সংরক্ষণ : বাছাই করা আলু ঠান্ডা ও বাতাসযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করতে হবে।সংরক্ষিত আলু ৪-৬ ইঞ্চি উঁচু করে মেঝেতে বিছিয়ে রাখা দরকার। এছাড়া বাশের তৈরি মাচায়, ঘরের তাকে বা চৌকির নিচে আলু বিছিয়ে রাখা যেতে পারে।সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করতে হবে। রোগাক্রান্ত, পোকা লাগা ও পচা আলু দেখা মাত্র ফেলে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আলু এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন : সূর্যের আলো পড়ে এমন উচু বা মাঝড়ি উচু , বেলে বা বেলে দোঁআশ মাটি নির্বাচন করুন। জমি সমতল এবং সেচ নিকাশের ব্যবস্থা রাখুন। জমি গভীর চাষ দিয়ে কিছুদিন রোদে শুকিয়ে নিন যাতে রোগবালাই , আগাছা বিনষ্ট হয়। আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ঝুর ঝুরে করে নিন, এতে আলুর টিউবার গঠন ভাল হবে। । বীজ আলু উৎপাদনের জন্য অন্য জাতের আলু থেকে ৩০ মিটার এবং সমগোত্রীয় অন্য ফসল (টমেট, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি) থেকে ১৫ মিটার দুরত্ব বজায় রাখুন। বীজ আলু উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করুন।

বীজ সংরক্ষণ: অধিক দিন বীজ আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান । তবে এ ক্ষেত্রে কাটা, থেতলা বা রোগবালাই আক্রান্ত আলু বাছাই করে তিনটি গ্রেড (বড়, মাঝারি ও ছোট) করে জালের মত চটের বস্তায় ভরে হিমাগারে রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আলু এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন
সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান : সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন
নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ।

আলু এর কৃষি যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : মই

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : জমি চাষে ব্যবহার করা হয়

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও জমি পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : চাষাবাদে জমি র্কষণে পাওয়ার টিলার

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলতি পাওয়ার টিলার যেখানে ৫-৬টি চাষের প্রয়োজন হয়, হাই স্পিড রোটারি টিলার দিয়ে সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। তা একটি উন্নত মানরে শুকনা জমি চাষরে যন্ত্র। ১২অশ্ব শক্তি সম্পন্ন।

যন্ত্রের উপকারিতা : প্রতি ঘন্টায় ০.১ হক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পার। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : যন্ত্ররে রোটারি ব্লেড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায়জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরর্বতী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

আলু এর বাজারজাতকরণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : বাঁশের ঝুড়ি, চটের বস্তা, ঠেলা গাড়ি, রিক্সা ভ্যান, গরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি ।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ছিদ্রযুক্ত চটের বস্তা, পাওয়ার ট্রলি, মিনি ট্রাক, ট্রাক।

প্রথাগত বাজারজাত করণ : স্থানীয় বাজারে খুচরা/ পাইকাড়ি বিক্রয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : প্রক্রিয়াজাত করে আড়ৎ দারের মাধ্যমে হিমযুক্ত কার্ভাড ভ্যানে দূরবর্তী বাজার, সুপার মার্কেট, ও বিদেশে বিপণন করুন।

ফসল বাজারজাত করনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।